## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতটি রোপা আউশ হিসাবে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

# জাতের বৈশিষ্ট্য

- আগাম জাত
- অধিক ফলনশীল
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার
- চাল লম্বা, মাঝারি চিকন
- এক হাজার ধানের ওজন ২৩.৫ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৩% ।



বি ধান৫৫

### এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৫ মধ্যম মাত্রা লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত)সহনশীল ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি খরাপ্রবণ এলাকায় আউশ মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল।

### জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১০০ দিন।

#### रम्लन

এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০ টন।

#### চাষাবাদ পদ্ধতি

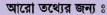
- ১. বীজতলায় বীজ বপন: ৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)।
- ২. চারার বয়স: ২০-২৫ দিনের চারা ।
- চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।
- 8. রোপণ দুরত্ব: ২০ x ১৫ সেন্টিমিটার।
- সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক

- ৫.১ মোট সার
- 20
- 0.9
- ৫.২ ইউরিয়া সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষে সময় এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

C

- ৫.৩ ইউরিয়া প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করা উচিত।
- ৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- ৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
- ৮. রোগ বালাই দমন: রোগ ও পোকার জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- ৯. ফসল কাটা : ৩০ শ্রাবণ- ২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট- ৪ সেপ্টেম্বর)



পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২ ফ্যাক্ট শীট ২৭